

বিবিসি নিশ্চয়ই আওয়ামীলীগার!

(মোস্তফা কামালের প্রতি)

খোশেদ আলম চৌধুরী

‘বিবিসি’ ওয়ালারা সবাই হল আওয়ামীলীগার। কারণ, বিবিসি’র জনমতে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর খেতাব দিয়েছেন। Bottomline truth is, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিশাল অবদান এবং মহান সাফল্যের কাছে আর সকল মহান বাঙ্গালির অবদান বা অর্জন ম্লান হয়ে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালীর আকাশে একটি সূর্য্য যার জুতির কাছে আর সকল বাঙ্গালী চাঁদের ন্যায় টিম টিম করে জলে মাত্র। অনেক মহান বাঙ্গালীর জন্ম হয়েছে এবং যুগে যুগে তাদের অবদান অনেক, কিন্তু আর কোন বাঙ্গালী বাংলাদেশ নামক একটি নতুন দেশের স্থপতি হতে পারে নাই। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতিকে একটি আলাদা ভূমি এনে দিয়েছেন যার নাম বাংলাদেশ। এর পূর্বে ‘বাংলাদেশ’ নামক কোন দেশের অস্তিত্বই ছিলনা। তাই’ত বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথের ন্যায় একজন মহান বাঙ্গালীও বঙ্গবন্ধুকে ডিঙ্গিয়ে প্রথম হতে পারেন নাই। বিবিসি’র এই মতামত পচাত্তুর পরবর্তিকালের সকল ইতিহাস বিকৃতকারীদের “খোঁতামুখ ভোতা” করে দিয়েছে। কিন্তু, তাতে কি? মোস্তফা সাহেবের মত বাঙ্গালীরা অবশ্যই ইহাতে অনেক ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পাবেন এবং বিবিসিকে আওয়ামীলীগার খ্যাতি দিয়ে দিবেন।

মোস্তফাসাহেব বডড ক্ষেপে গিয়েছেন আমার উপড়। কারণ সত্য কথা বডড লাগে! তিনি আমাকে এক হাত দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। যদিও ওনার পূর্বেকার লেখা থেকে এটা পরিস্কার ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে তিনি বাংলা দেশের মহান স্বাধীনতার জন্য কোন credit দিতে মোটেই রাজি নন। মোস্তফা সাহেব হয়তো টের পাননি যে আমরা কেউ ওনার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করি নাই। আমরা সুধু ওনার ভুল বক্তব্যের বিরোধীতা করেছি মাত্র। এটাকে কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত আক্রমণ বলা যায় না। অন্যদিকে মোস্তফা সাহেব ক্রমাগতভাবে সবাইকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। ওনি কাউকে আওয়ামীলীগার, বাকশালী, অথবা মুজিব বাহীনির খেতাব দিয়েছেন একের পর এক। সুধু মোখের জোড়ে এবং গোজামিল দিয়ে সবাইকে একহাত দেখাতে চেয়েছেন, অথচঃ ওনার যুক্তিতে কোন সততা ছিলনা মোটেই। ওনি সুধু ভুল এবং বিকৃত ইতিহাস দিয়ে যাচ্ছিলেন স্বাধীনতার ইতিহাসের।

অন্যদিকে আমরা কেউ ওনাকে কোন উপাধি দেই নাই। যদিও ওনাকে অতি ন্যায়্য ভাবেই (আমরা সবাই) রাজাকার, অথবা বিএনপি’র দালাল বলতে পারতাম। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার Credit দিলে গায়ে ব্যাথা বা গাত্রদাহ হতে পারে কেবল একাত্তরের রাজাকার বা বিএনপি ওয়ালাদেরই, অন্য কার নয় নিশ্চয়ই। তবে আমরা কেউ তাকে কোন উপাধি দেই নাই। তবুও তিনি রেগে একেবারে দিশেহারা। আমি দেশবিদেশের অনেক উপমা দিয়ে বুঝাতে চেয়েছি কেন বঙ্গবন্ধুকে হয় করে মুক্তিযুদ্ধাদেরকে মূল্যায়ন করা যাবে না। কারণ বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধারা একাত্তরে একই স্বত্বাছিল। কিন্তু, তাতে কি, মোস্তফা সাহেব কেবলি বলে যাচ্ছেন বাঙ্গালী মুক্তিযুদ্ধারাই একাত্তরে স্বাধীনতা এনেছিল, এবং ওনার মতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ার জন্য চাঁতকের কাঁকের ন্যায় বসে ছিলেন। কি মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রনোদিত উক্তি। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কে ওনাকে কবে বলেছে যে মুক্তিযুদ্ধারা দেশ স্বাধীন করে নাই, বঙ্গবন্ধু একাই দেশ স্বাধীন করেছেন! এজন্যই আমি বলেছিলাম যে এসব খোড়া এবং অহেতুক যুক্তি তারাই তুলে যাদের মাথায় কোন কুবুদ্ধি থাকে ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য।

ইতিহাস স্বাক্ষী, বঙ্গবন্ধু তার সুদীর্ঘ্য নিয়ম-তান্ত্রিক আপোষহীন আন্দোলনের দ্বারা

বাঙ্গালী-জাতিকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিলেন। একাত্তরের মার্চে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক এক পাও এগোতে পারে নাই সুধু শেখ মুজিবের আপোষহীন ছয়দফার জন্য। বঙ্গবন্ধু তার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনে পরিষ্কার বলেছেন, “ইয়াহিয়া আমাকে ছয়দফার পরিবর্তন করার দাবি জানিয়াছেন। আমি বলেছি, ছয় দফা আমার দাবি নয়, ছয়দফা বাংলার মানুষের দাবি। এই ছয়দফার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা আমার নেই (বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন থেকে)।” একাত্তরের মার্চের মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক এক পাও এগোইনি সুধু এই ছয়দফার কারণে। ছয়দফা ছিল ঠিক সেই বাঙ্গালীর প্রবাদ, ‘মাকে বিক্রি’ করার গল্পের ন্যায়, এমন দাম ছিল যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে টান মেরেছিল ছয়দফা নামক মুজিবের মহান অস্ত্রটি। মোস্তফা সাহেবকে আমি অনুরোধ করব ছয় দফা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান অর্জন করতে। পড়ে দেখুন ছয় দফা এবং ভেবে দেখুন এই ছয়দফা মেনে নিয়ে পাকিস্তান নামক কোন দেশের অস্তিত্ব থাকে কিনা! এই ছয়দফাই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আসল ঘোষণা যার কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে কোন মীমাংশাই সম্ভব হয় নাই। ডঃ জাফরুল্লাহর ৬ দফা দিয়ে পাকিস্তান শাসন করার কথা ছিল একটি কথার কথা মাত্র। মূলত পাকিস্তানের শাসকগণ কিছুতেই ছয়দফার দাবি মেনে নিত না।

এব্যাপারে প্রস্ফাত সাংবাদিক আতাউস সামাদের একটি উক্তি (আজকের কাগজ; এপ্রিল ১৫, ২০০৪) তুলে ধরছি। জনাব আতাউস সামাদ বলেন, “বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী যে প্রচারণাগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তার সঙ্গে গিয়েছি। তিনি সবখানেই ছয়দফার কথা বলতেন এবং ছয়দফা না হলে একটা আঙ্গুল তুলে বলতেন আমার দাবি ‘এই’ অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।” আতাউস সামাদ আরো বলেন, “সর্বোপরি ’৭১ এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু এমন একটা ভাষন দিলেন যা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই তার নির্দেশ মানতে লাগল এবং বঙ্গবন্ধুর নামেই সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর এদিকে মোস্তফা সাহেবরা বলে চলেছেন একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর নামে যুদ্ধ করে নাই। বাঙ্গালীরা সুধু তাদের দেশপ্রেমের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, আর অন্যদিকে শেখমুজিব প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য বসে ছিলেন পাকিস্তানের জেলে! আর একজন প্রস্ফাত সাংবাদিক মরহুম আনিসুজ্জামানের বইতেও বঙ্গবন্ধুর ছয়দফার ঠিক একই বক্তব্য দেখা যায়। জনাব আনিসুজ্জামানের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু তাকে সেই একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিলেন, “ছয়দফা রূপান্তরিত হবে এক দফায়”।

এখন প্রশ্ন হল শেখ মুজিবকে মুজিবনগর সরকারের আস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বানাবার কি প্রয়োজন পড়েছিল? আমার ২৬টি প্রশ্ন এজন্যই করা হয়েছিল। মোস্তফা সাহেবের কাছে তা’ছিল আবর্জনা। যখন genuine প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সৎসাহস থাকেনা তখন প্রশ্নগুলোকে “আবর্জন” বলা ছাড়া কি উপায় থাকে? আবার বলছেন, “ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হলে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসীকাটে ঝুলতে হত”। একথার অর্থ কি? আপনিত বলেছেন একাত্তরে বাঙ্গালীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ স্বাধীন করেছে! তা’হলে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসীকাটে ঝুলতে হত কেন?

আপনার এইসব self-contradictory and flip-flop কথাবার্তা আর কত কাল চালিয়ে যাবেন, আমরা ঠিক জানতে পারলে খুব ভাল হত। কারণ, তা’হলে আমরা আর আপনার আবল-তাবল বক্তব্যের জবাব দিতাম না। ডঃ জাফর বার বার আপনাকে জেনে তবে লিখতে অনুরোধ করেছেন। আপনি একটি কথার স্বংসোধন করে ভুল স্বীকার করার পরমুহূর্তেই আরও দশটি ভুল এবং উলট-পালট কথার সৃষ্টি করেন। আমার একথার স্বপক্ষে নিম্নে আপনার কিছু flip-flop এর নমুনা দিচ্ছি। আপনি হুগীর সাহেবের ‘পাচালীর জন্ম’ লেখার প্রতিবাদে লিখেছেন, “তা’না হলে ২/৩ মাস (বঙ্গবন্ধু) বসে থাকবেন কেন? যেহেতু (বঙ্গবন্ধু) পাকিস্তানেরই প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হওয়ার চিন্তা আসে কি করে? বরং বলুন যে তিনি (বঙ্গবন্ধু) নির্বিঘ্নে ও সংঘাতহীন ভাবে পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব পাওয়ার আশায় বসে ছিলেন।” এ কয়টি বাক্য আপনারই বক্তব্য, সুধু ব্রাকেটের ভিতরে বঙ্গবন্ধু লেখাটি আমার। এরপরে আমাদের সকলের ঠেলা খেয়ে ‘জাফর সাহেবকে ধন্যবাদ’ লেখাতে আবার আপনি

লিখেছেন, “আমিতো বলেইছি যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি এবং সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন।” এবার দয়া করে আপনার উপরের (নিজেরই) বক্তব্যের সঙ্গে নিচের বক্তব্যের তুলনা করুন। কি বুঝলেন?

এরপর পাঠকরা আপনাকে কি বলতে পারে একটু ভেবে দেখুন। আমার মনে হয় আপনি একজন চরম আওয়ামী বিদেশী, জিয়া জেনারেশনের নষ্ট বাঙ্গালী এবং ইতিহাস বিকৃতির শ্বিকার। বিএনপি চাটুকারদের পচাত্তুর পরবর্তি ইতিহাস বিকৃতিতে আপনি দিশেহারা বাঙ্গালী। এটা ঠিক আপনার দোষ নয়, এই সর্বনাশের জন্য জেনারেল জিয়ার সৃষ্ট বিএনপি দায়ী। বিএনপি চাটুকারেরা বাঙ্গালীর গৌরবময় ইতিহাসের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। তাই আজ অনেক বাঙ্গালী বুঝতেও পারছেন কেন বিবিসি বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী খেতাব দিয়েছে। জাফর সাহেবকে লেখাতে আপনি অনেক ভুলবাল কথা লিখেছেন যার উত্তর দিয়ে আর লেখটি অনর্থক বড় করব না। আওয়ামীলীগ বেশি মিথ্যাকথা বলে এই উক্তিটি সুধু মিথ্যাই নয় হাস্যস্কর বটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসই সৃষ্টিই হয়েছে আওয়ামীলীগকে কেন্দ্র করে, তাই আওয়ামীলীগের ইতিহাস বিকৃতির কোন প্রয়োজন পরে কি? ইতিহাস বিকৃতির সূচনাই করেছে বিএনপি যাদের জন্মই হয়েছে স্বাধীনতার বহু পরে। এবং জন্ম পরে হয়েও অযথা ইতিহাস বিকৃতি করে একাত্তরের স্বাধীনতার Credit অর্জন করতে যেয়ে বাঙ্গালীর গৌরবময় ইতিহাসকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে মোস্তফা সাহেব দের ন্যায় অনেক বিভ্রান্ত বাঙ্গালী।

আপনাদের মত কিছু বর্ণচোরা বাঙ্গালীর সৃষ্টি হয়েছে আজ বাংলাদেশে, যারা বিএনপি সরকারের আমলে পাচটি বৎসর একটিবারও জাতির পিতার নামটি ঘুনাক্ষরেও উচ্ছারন না করলেও কোন আপত্তি করেন না। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পালন করে জাতির পিতার নাম মুখেও না এনে। কিন্তু, আওয়ামী আমলে বঙ্গবন্ধুর নাম একটু বেশি নিলেই আপনাদের চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে যায়। এ কোন মোনাফেকী বলতে পারেন? যান চলে যান পাকিস্তানে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কে পাকিস্তানকে ভেঙ্গেছে? একশত পার্শেন্ট পাকিস্তানী জবাব দিবে—“শেখ মুজিব ভেঙ্গেছে পাকিস্তান”। আবার ফিরে আসুন এই বাংলাদেশে এবং জিজ্ঞেস করুন একাত্তরের পাকি-প্রেমিক রাজাকারদেরকে—কে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে? আবার উত্তর আসবে “সেই কেষ্টবেটা শেখমুজিব”। এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—তা’হলে একাত্তরের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় Credit বঙ্গবন্ধুকেই দেওয়া উচিত? তখন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসবে—“না মোটেই না, এতবড় Credit শেখমুজিবকে দেওয়া যায় না”। আসলে কি জানেন? বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাঙ্গালীরা পড়েছে মহা বিপদে। তাকে না পারে স্বীকার করতে; না পারে হজম করতে। তাকে গুপ্তিসুদ্ধ শেষ করেও শান্তিতে ঘুমোতে পারছেন না। এই দেখুন না বিবিসি কি মুসকিলটাই না করে ফেলল? ২৫ বৎসর অবিরাম ইতিহাস বিকৃতি করেও বঙ্গবন্ধুর বিশাল অবদানকে টেকে রাখা সম্ভব হল না। একেবারে মাথায় বারি ইতিহাস বিকৃতিকারীদের!

একটা কথা আমি আবারও বলছি, একাত্তরের মাহান মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব এবং আর কেউ নয়। তাই মুক্তিযুদ্ধাদেরকে সঠিক মল্যায়ন করতে হলে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম মল্যায়ন করতে হবে। কারণ বঙ্গবন্ধুর সঠিক মল্যায়নের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব একাত্তরের বীর মুক্তিযুদ্ধাদেরও সঠিক মল্যায়ন করা। পচাত্তুরের গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে গুপ্তিসুদ্ধ হত্যা করে শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ছোট করার প্রতিযোগীতা; এবং সেথেকেই শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধাদেরকে অবমল্যায়ন এবং রাজাকার বন্দনা। তাই আজ রাজাকার এবং সকল স্বাধীনতা বিরোধীরা সম্মান পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া আজ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধারা বডড এতিম! পিতৃহীন ছেলেমেয়েদের যা অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

গত ২৫ বৎসরের অহেতুক ইতিহাস বিকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বিভ্রান্ত বাঙ্গালী এবং জনাব মোস্তফা তাদেরি একজন। তাই আমি আর জনাব মোস্তাফার সঙ্গে অনর্থক তর্ক করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। মোস্তফা কামালকে নিয়ে এটাই হবে আমার শেষ লেখা। ধন্যবাদ।

